সম্পাদকীয়

সূর্যদেব যখন তাঁর অকৃপণ কিরণে প্রকৃতিকে করেন রৌদ্রস্নাত, নব আম্রমুকুলের সৌরভ বহন করে আনে উদাসী হাওয়া, তখন বর্ষবরণের জন্য প্রস্তুত হয় উন্মুখ বাঙালী মন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমরা সাগ্রহে বরণ করে নিতে চলেছি বাংলা নববর্ষ (১৪১৮ বঙ্গাব্দ)-কে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা প্রার্থনা জানাই আমাদের গুরুমহারাজগণকে — শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা, মহাবতার বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়, শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ পরমহংস ও আমাদের শ্রীশ্রীমাকে — আগত বর্ষে তাঁদের কৃপাদৃষ্টিদানে আমাদের ধন্য করতে। এই শুভলগ্নে আমরা ভক্তিবিনম্র চিত্তে স্মরণ করি সেই সব আধ্যাত্মিক মহামণিষীগণকে যাঁরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন সনাতন ধর্মের পুষ্টিসাধনে ও আত্মোপলব্ধির সাধনপথে আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে।

শ্রীশ্রীআদি শঙ্করাচার্য ছিলেন তেমনই এক আধ্যাত্মিক ধূমকেতু যিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ তৎকালীন আধ্যাত্মিক সমাজকে এক সর্বজনগ্রাহ্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে — এক অভিন্ন অনুশাসনে বদ্ধ করতে। তিনি প্রবর্তন করলেন অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব। তিনি বোঝালেন জীবকুলের অন্তরাত্মার সহিত পরমব্রহ্মের একাত্মতা। তিনি বললেন যে 'মায়া' ব্রহ্মের এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি যাহা মানবকুলকে করে রাখে বিমোহিত। ফলে আমরা বিস্মৃত হই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ — তার অব্যয় অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব, পরমব্রহ্মের সহিত তার অবিচ্ছেদ্যতা। সমুদ্রবক্ষে বুদ্বুদ যেরূপ পুনরায় সমুদ্রবক্ষেই বিলীন হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মাও সেইরূপ পরমব্রহ্মে বিলীন হয়। এই অবস্থার নামই মোক্ষ। মোক্ষলাভের হেতুস্বরূপ বৈরাগ্যপূর্ণ সন্ন্যাস জীবনই মানুষের উপজীব্য হওয়া উচিত।

পরবর্তীযুগে, সামাজিক বিবর্তনের সাথে আধ্যাত্মিক উন্মেষের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে, গৃহী জীবনের সাথে সন্ন্যাস ভাবধারার মিলন-বন্ধন ঘটাতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, তারাচরণ পরমহংসদেব, জিতেন ঠাকুরের মতো যুগ-পুরুষেরা যাঁরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন বস্তুজগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে — প্রবর্তন করেছেন 'গৃহী বৈরাগ্য' তত্ত্বের। শ্রীশ্রীমায়ের বাণীতেও আছে 'বৈরাগ্য পথই মুক্তির হেতু' — বৈরাগ্য বোধ ব্যতীত আত্মোপলব্ধি কদাপি করায়ত্ব হয় না। আসুন, আজ নববর্ষের পুণ্যলগ্নে সকল যুগপুরুষ মহাত্মাগণের চরণে আমরা ভক্তিনম্র প্রণাম জানাই — তাঁদের কৃপাদৃষ্টি আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরণের পাথেয় হউক।

Editorial

As the sun bathes the nature with its blazing glory and the heady aroma of young mango sprouts rent the air, we prepare ourselves to embrace Bengali New Year (1418) with new hope and inspiration. It is an auspicious milestone every year when we seek the pious blessings of our great Guru Maharajas — Shri Shri Nanga Baba, Mahabatar Babaji Maharaj, Shri Shri Lahiri Mahashay, Sree Sree Baba and of course our Holy Mother.

For the devotees, it is an occasion to take vows afresh, to pay holy obeisance to spiritual stalwarts of our country who have descended on our holy land through the ages to preserve the essence of "sanatan dharma" (eternal doctrine) and inspire us to embark upon the arduous journey towards realizing our true "self".

Adi Shankaracharya who graced our land in the late 8th century, was one such great Mahatma who unified into a common framework, the conflicting philosophies present amongst the atheists and various religious groups in the then India and propounded the vedantic essence of "advaitabad" – the inseparability of the soul from "Param Brahman" (the Supreme Being). According to him, the soul ("atman") that resides within every living being is self-effusive, self-existent and immutable. "Maya" is the mysterious indescribable power of the Lord which hides the true nature of Brahman from our perception. "Just as the bubble becomes one with the ocean when it bursts, the "Jiva" or the empirical self achieves oneness with Brahman when the knowledge of Brahman dawns upon it". This supreme knowledge is "jnana" while the achieved state is "moksha". He strongly advocated the concept of a monastic life ("vairagya") in this devout endeavour.

Later on, as time went by and societal system in India underwent fundamental changes, later saints like Shri Ramakrishna Paramhansa, Bijoy Krishna Goswami, Taracharan Paramhansa and Jiten Thakur propounded the doctrine of "grihi vairagya", a concept that teaches us abstinence from undue addiction towards materialism and reminds us about the temporary ("anitwata") nature of the world. "Vairagya poth-i muktir hetu" as Sree Sree Maa always reminds us. "Without vairagya bodh (knowledge of restraint), the path to knowledge will not dawn before us".

On this milestone day, let us pay our obeisance to the lotus feet of all the Mahatmas and pray to them to light the lamp of self-knowledge in our humble hearts.